অমর চিত্র কথা

নং 349 টা 4/-

মহাভারত-১১

দ্রৌপদীর কথা

Indraindrajal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা

সম্পাদক
অনন্ত পাই
সহ সম্পাদক
কমলা চন্দ্রকান্ত
সুব্বারাও
বিবরণ
কমলা চন্দ্রকান্ত
টি. এম. পি. নেডুংগড়ী
চিত্রশিল্পী
দিলীপ কদম
শিল্প-উপদেষ্টা
রাম ওয়াঈরকর
ভাষান্তর
দেবরানী মিত্র
প্রস্তুতি
গোবিন্দ কোটয়ানী

*

প্রকাশনায়ঃ
এইচ. জি. মীরচন্দানী
আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ,
মহালক্ষ্মী চেম্বার্স
ভুলাভাই দেশাই রোড,
বোম্বে ৪০০ ০২৬—এর পক্ষে
এবং তাঁর দ্বারা আই. বি.
এইচ. প্রিন্টার্স মারোল নাকা,
মথুরাদাস ভীষানজী রোড,
বোম্বে ৪০০ ০৫৯ থেকে মুদ্রিত।
© আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ, বোম্বে ৪০০ ০২৬
দ্বারা সবস্বত্ব সংরক্ষিত, ১৯৮৪।
বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশকঃ
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন ঃ ৩৪-৮০৪৩

মহাভারত

মহাভারত দীর্ঘতম মহাকাব্য। এটি সার্থকতম মহাকাব্যও বটে। কারণ, মহাভারত শুধু চিরকালের সেরা সাহিত্যকীর্তিই নয়, এটি একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্র আর নীতি ও আচরণরীতির সুসমন্বয় সারগ্রন্থ।

মহাভারতের সৃষ্টি রহস্যে আবৃত। এক্ষেত্রে বোধহয় এমনই হওয়া উচিত। মানুষ গভীর অনুসন্ধিৎসা সহকারে এর অন্তরে দৃষ্টিপাত করতে প্রচেষ্ট হয়েছে - এর সৃষ্টিকর্তা বেদব্যাসের ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করতে, এর রচনাকাল সুনির্ধারণ করতে আর এর ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করতে। কিন্তু মানুষের মনে আজও অনিশ্চয়তা থেকে গেছে।

এই লক্ষাধিক শ্লোক রচনা কি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব? শ্রুতি-পরম্পরায় প্রাপ্ত এই কাব্যটি কি লেখা হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৮০০ সালে, না খৃঃ পূঃ ৬০০ সালে, কিম্বা খৃঃ পূঃ ৩০০ সালে? বিচিত্রিত ধূসর বর্ণের আর উত্তর দেশীয় কৃষ্ণ বর্ণের প্রাপ্ত পণ্যদ্রব্যের স্তরবিচার, কিম্বা আধুনিক কালের নগরনগরীর ও সমতলভূমির সংগে নামের মিল, নয়তো খনন করে পাওয়া বস্তুসামগ্রীর ওপর 'রেডিও-কার্বন' পরীক্ষা কাব্যটির ঐতিহাসিকতা কি সমর্থন করে? এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোনও উত্তর নেই।

এই কাহিনীর কেন্দ্রঘটনা — কৌরব ও পাণ্ডব, এই দুই রাজবংশীয় ভ্রাতাবর্গের রেষারেষি, যা আঠেরো দিন ব্যাপী রক্তাক্ত যুদ্ধে পরিসমাপ্তি পেয়েছিল — নিশ্চয়ই কোন সত্যঘটনা-ভিত্তিক।

মূল কাহিনীর যে সব ভাষ্য আছে তা' তিনটি পাঠান্তরের নির্দেশ দেয়: প্রথমটি বেদব্যাসের নিজের আবৃত্তি, দ্বিতীয়টি তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে যেরকম বলেছিলেন, আর তৃতীয়টি কোন এক সৌতির যিনি বৈশম্পায়নের আবৃত্তি শুনেছিলেন। মুদ্রণপ্রথার চল হয়ে নির্ধারিত পাঠের সংস্করণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই কাব্যের মধ্যে অনেক নতুন সন্নিবেশ, অনেক নতুন কাহিনী যুক্ত হয়েছে।

এই সিরিজের জন্য আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নির্দেশ নিয়েছি:

(১) মহাভারত — হিন্দী অনুবাদ সংবলিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ,
রচয়িতা: পণ্ডিত রামনারায়ণদত্ত শাস্ত্রী রাম,
প্রকাশনায়: গীতা প্রেস, গোরখপুর।

(২) শ্রী মহাভারতম — মালয়লাম ভাষায় পদ্যানুবাদ,
কবি: কুঞ্জিকুট্টম তাম্পুরম,
প্রকাশক: এস. পি. সি. এস., কোট্টয়াম।

(৩) দি মহাভারত — প্রতাপ চন্দ্র রায়ের ইংরাজী গদ্যানুবাদ,
প্রকাশক: মুন্সীরাম মনোহরলাল, নয়া দিল্লী।

(৪) পুনার 'ভাণ্ডারকর অরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর প্রকাশিত সমালোচনামূলক সংস্করণ।

অমর চিত্র কথা এর আগে মহাভারতের অনেকগুলি প্রিয় গল্প পরিবেশন করেছে। সেগুলি নির্বাচন করা হয়েছে তাদের আবেগ ও চিত্তাকর্ষক আবেদনের ভিত্তিতে। অমর চিত্র কথার ধরনের অনুযোগী করে সেগুলির অনেক পরিবর্তনও করা হয়েছে।

৬০ খণ্ডে সমাপ্য বর্তমান সিরিজে কিন্তু, সংক্ষেপিত করা সত্ত্বেও, মূল সংস্কৃত রচনাকে অনতিক্রমে অনুসরণ করা হয়েছে।

(এই সিরিজের বাংলা সংস্করণে ভাষান্তর করেছেন শ্রীমতী দেবরানী মিত্র)।

Indrajaal.blogspot.in

BNG

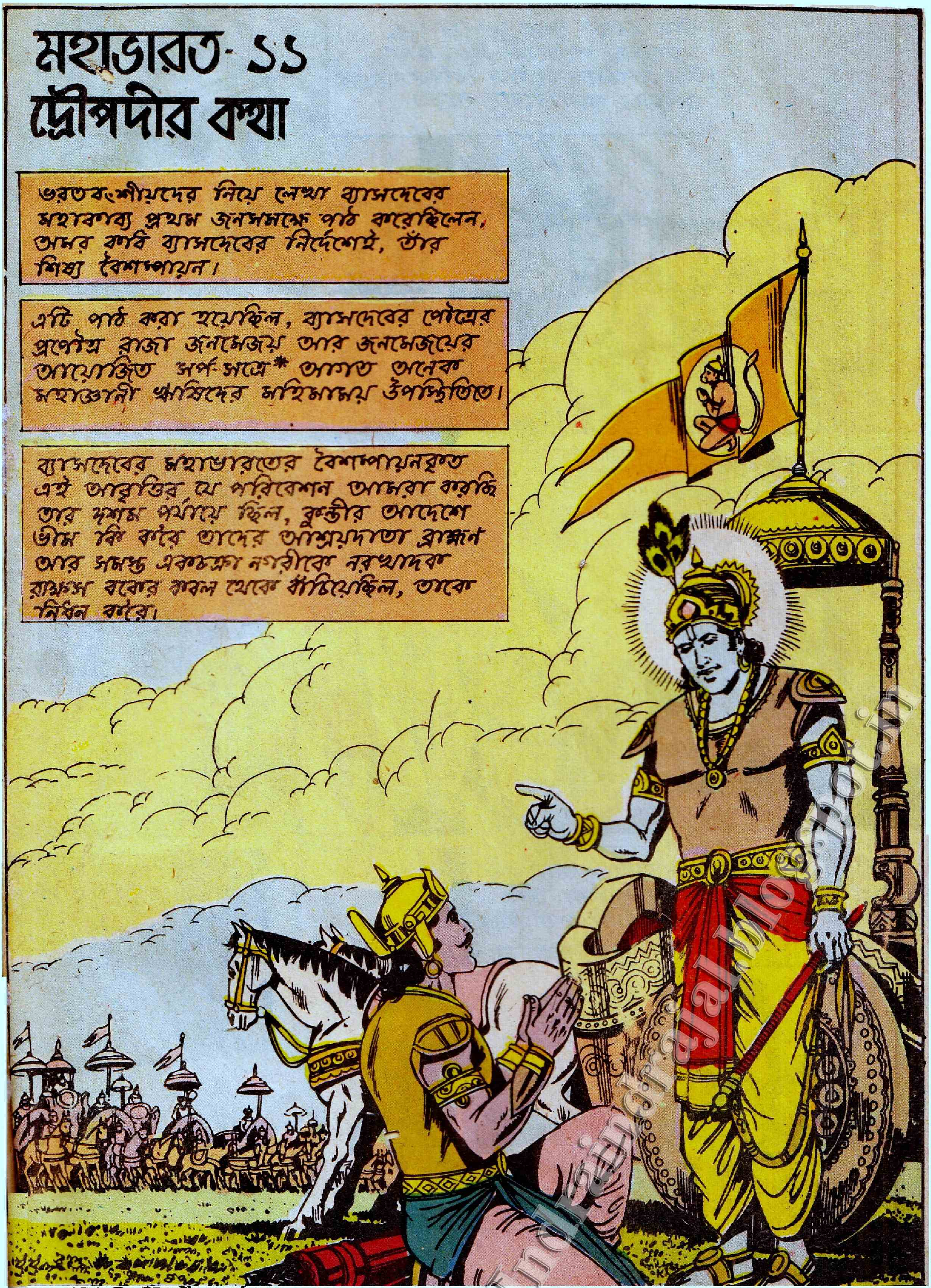

* ১২ বৎসর ব্যাপী সপযজ্ঞ

BENG.

ভীম বককে মেরে ফেলার পর, মহারাজ, পাণ্ডবেরা একচক্রায় দিন কাটাতে লাগল বৈদিক শাস্ত্রের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে।

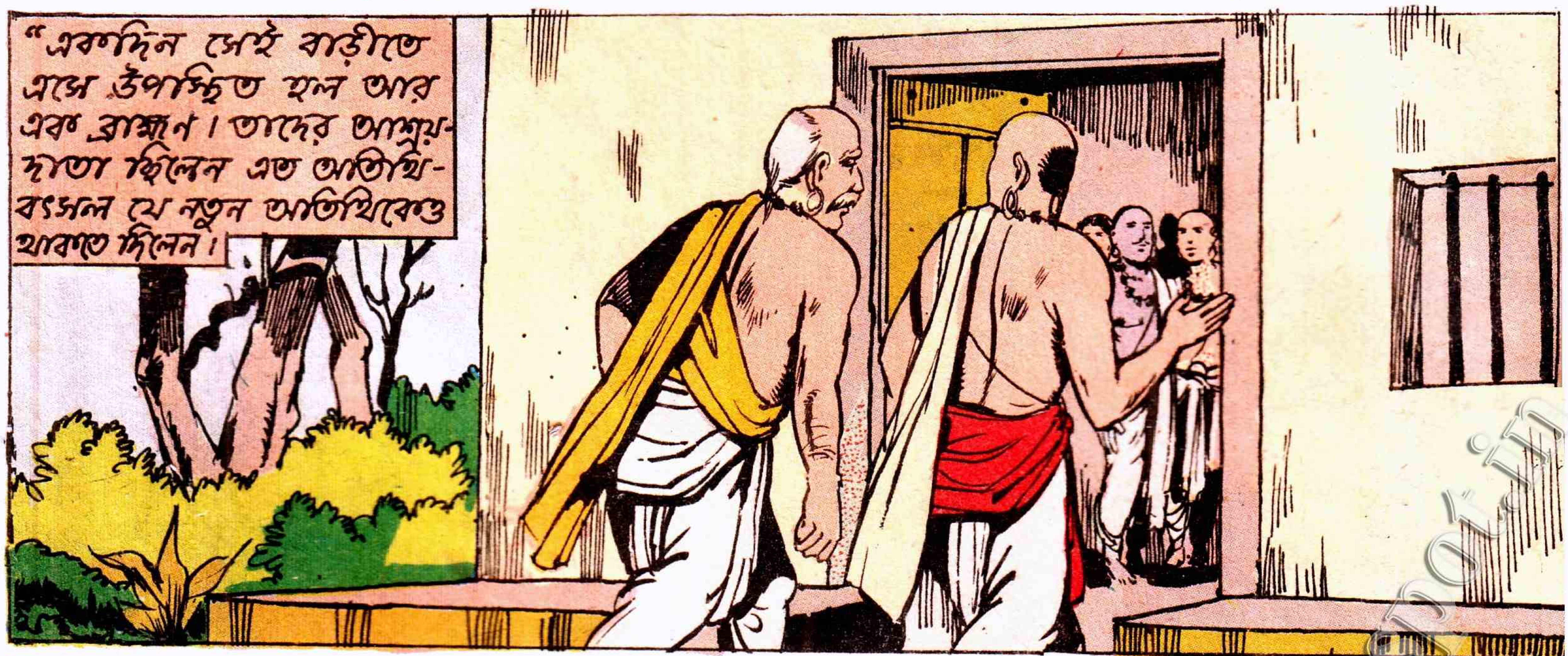
"একদিন সেই বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল আর এক ব্রাহ্মণ। তাদের আশ্রয়দাতা ছিলেন এত অতিথিবৎসল যে নতুন অতিথিকেও থাকতে দিলেন।

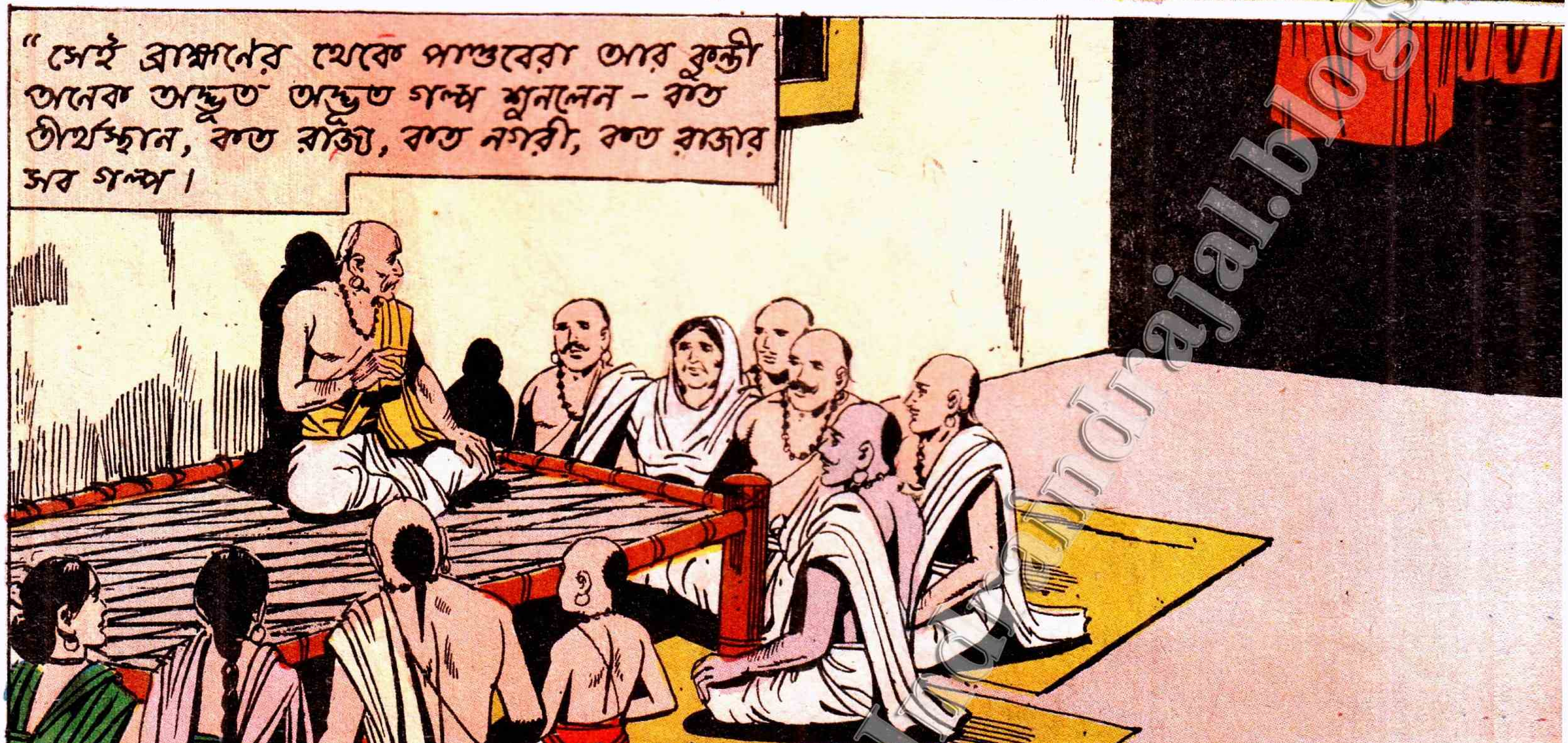
"সেই ব্রাহ্মণের থেকে পাণ্ডবেরা আর কুন্তী অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনলেন - কত তীর্থস্থান, কত রাজ্য, কত নগরী, কত রাজার সব গল্প।

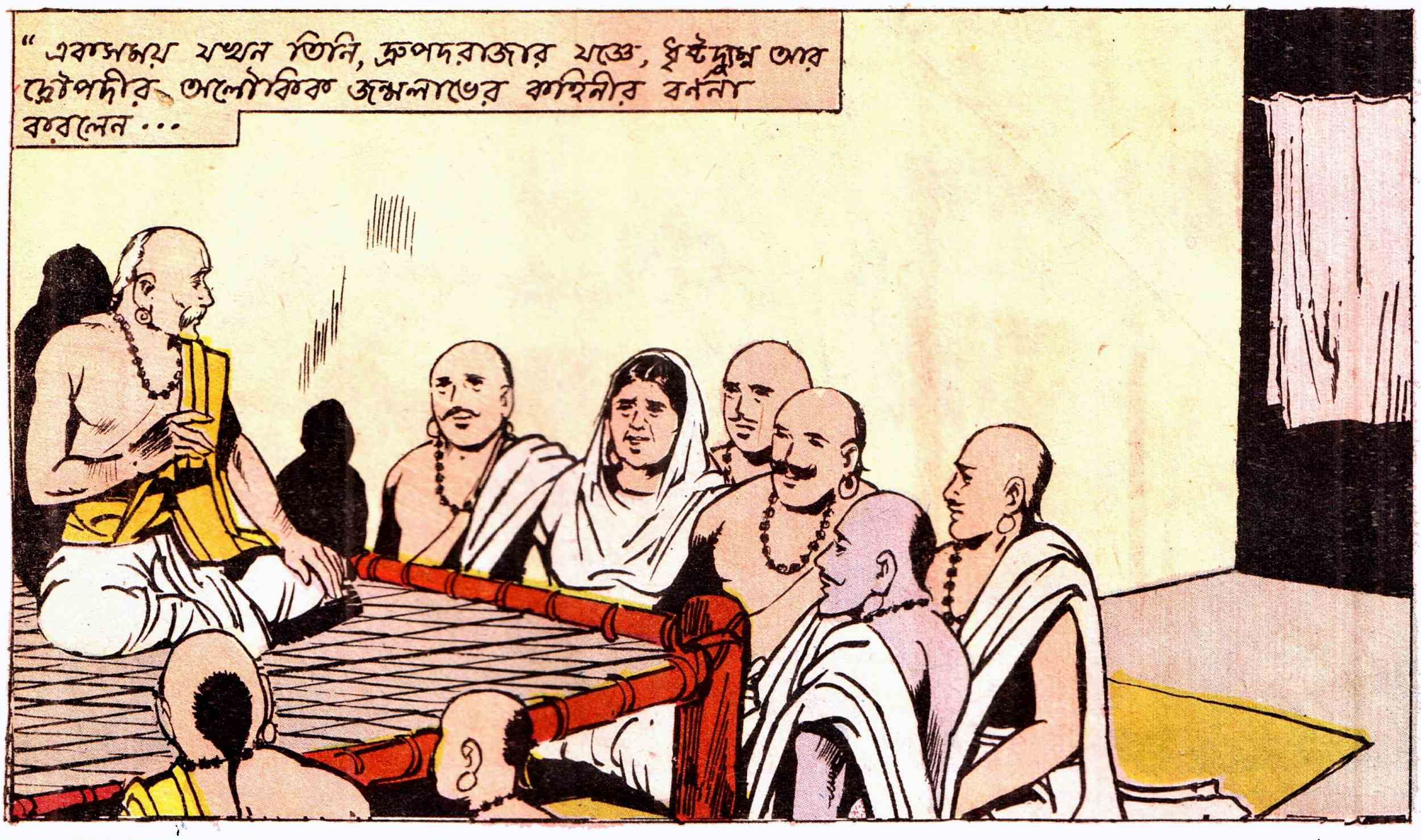
"একসময় যখন তিনি, দ্রুপদরাজার যজ্ঞে, ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদীর অলৌকিক জন্মলাভের কাহিনীর বর্ননা করলেন . . .

". . . পাণ্ডবেরা জিজ্ঞেস করল :
ব্রাহ্মনবর, ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদীর এরকম অসাধারন জন্মের কারন কি তা দয়া করে বলুন।

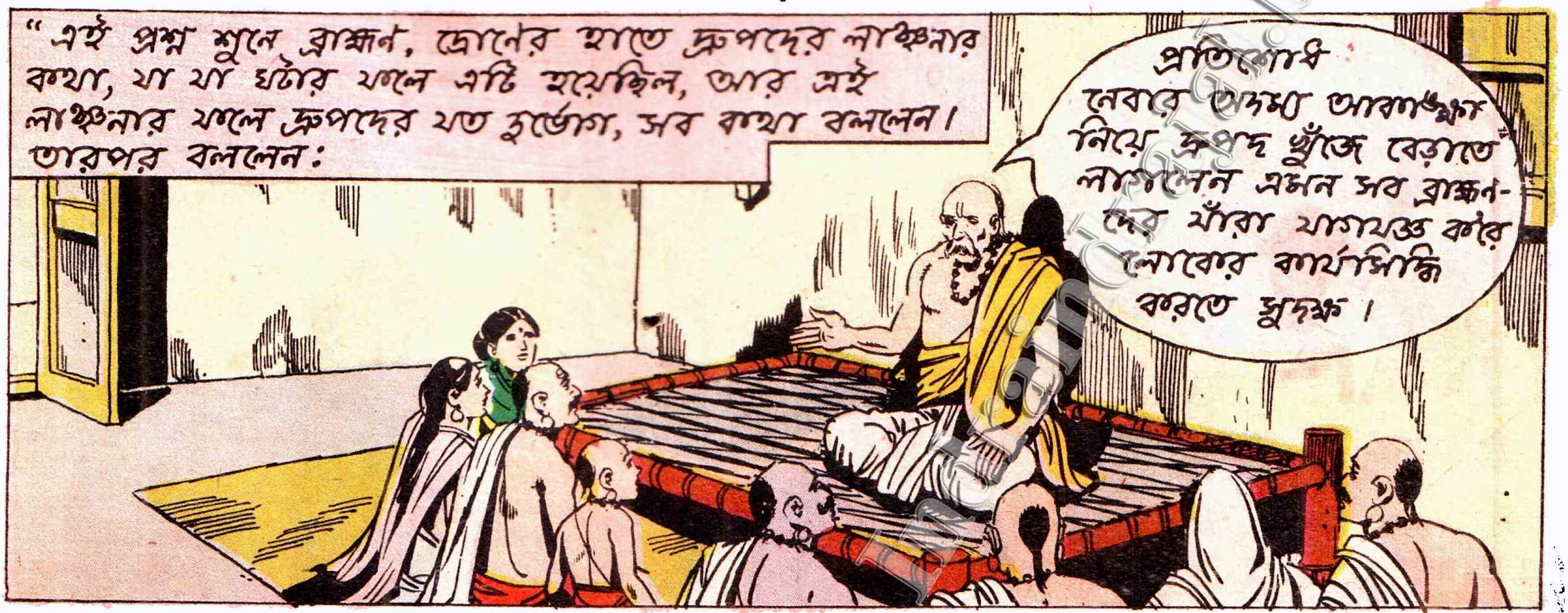
"এই প্রশ্ন শুনে ব্রাহ্মন, দ্রোনের হাতে দ্রুপদের লাঞ্ছনার কথা, যা যা ঘটার ফলে এটি হয়েছিল, আর এই লাঞ্ছনার ফলে দ্রুপদের যত দুর্ভোগ, সব কথা বললেন। তারপর বললেন:
প্রতিশোধ নেবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দ্রুপদ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন এমন সব ব্রাহ্মন-দের যাঁরা যাগযজ্ঞ করে লোকের কার্যসিদ্ধি করতে সুদক্ষ।

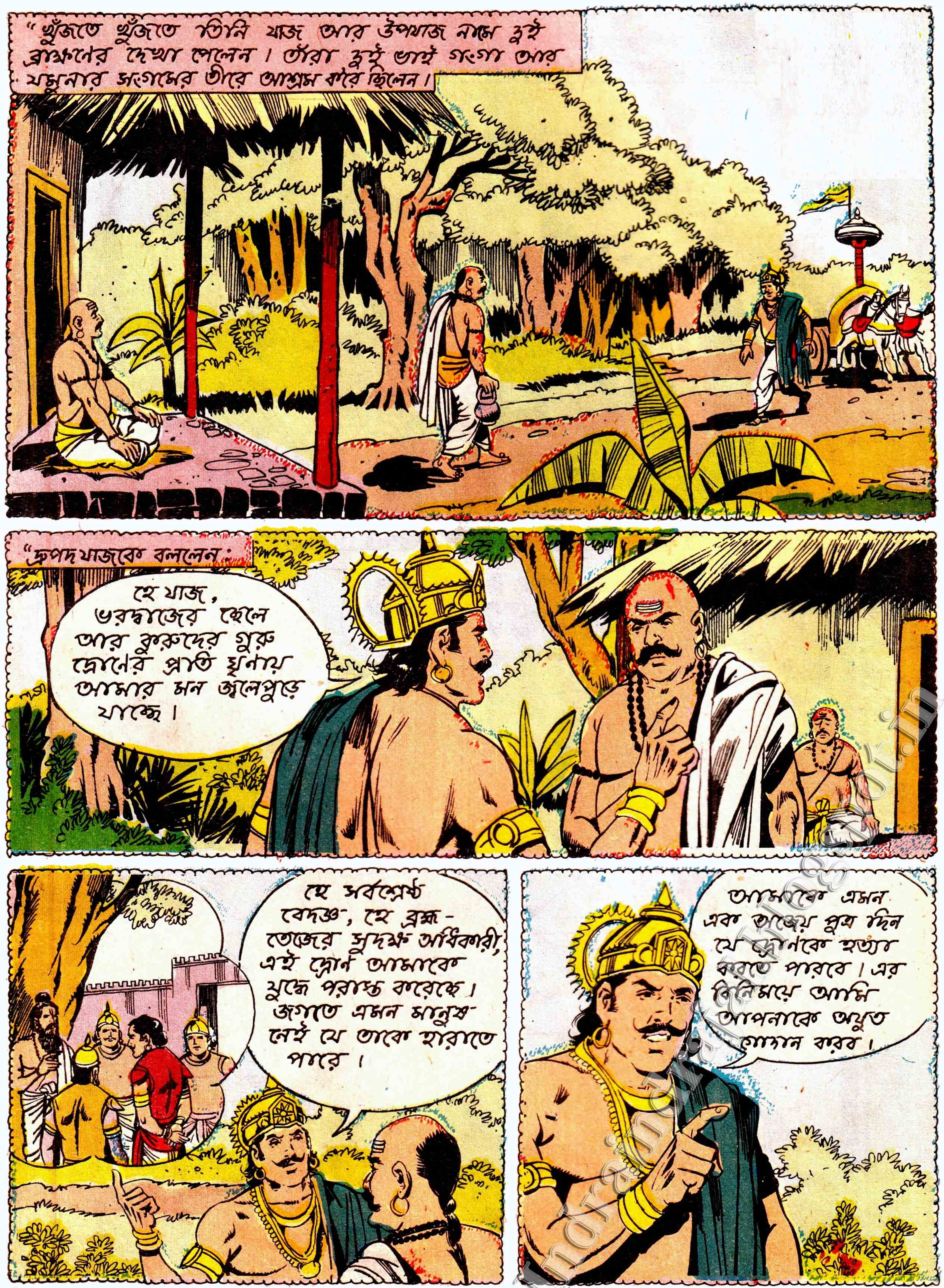
"খুঁজতে খুঁজতে তিনি যাজ আর উপযাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের দেখা পেলেন। তাঁরা দুই ভাই গংগা আর যমুনার সংগমের তীরে আশ্রম করে ছিলেন।
"দ্রুপদ যাজকে বললেন,
হে যাজ, ভরদ্বাজের ছেলে আর কুরুদের গুরু দ্রোণের প্রতি ঘৃণায় আমার মন জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।
হে সর্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, হে ব্রহ্ম-তেজের সুদক্ষ অধিকারী, এই দ্রোণ আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছে। জগতে এমন মানুষ নেই যে তাকে হারাতে পারে।
আমাকে এমন এক অজেয় পুত্র দিন যে দ্রোণকে হত্যা করতে পারবে। এর বিনিময়ে আমি আপনাকে অযুত গোদান করব।

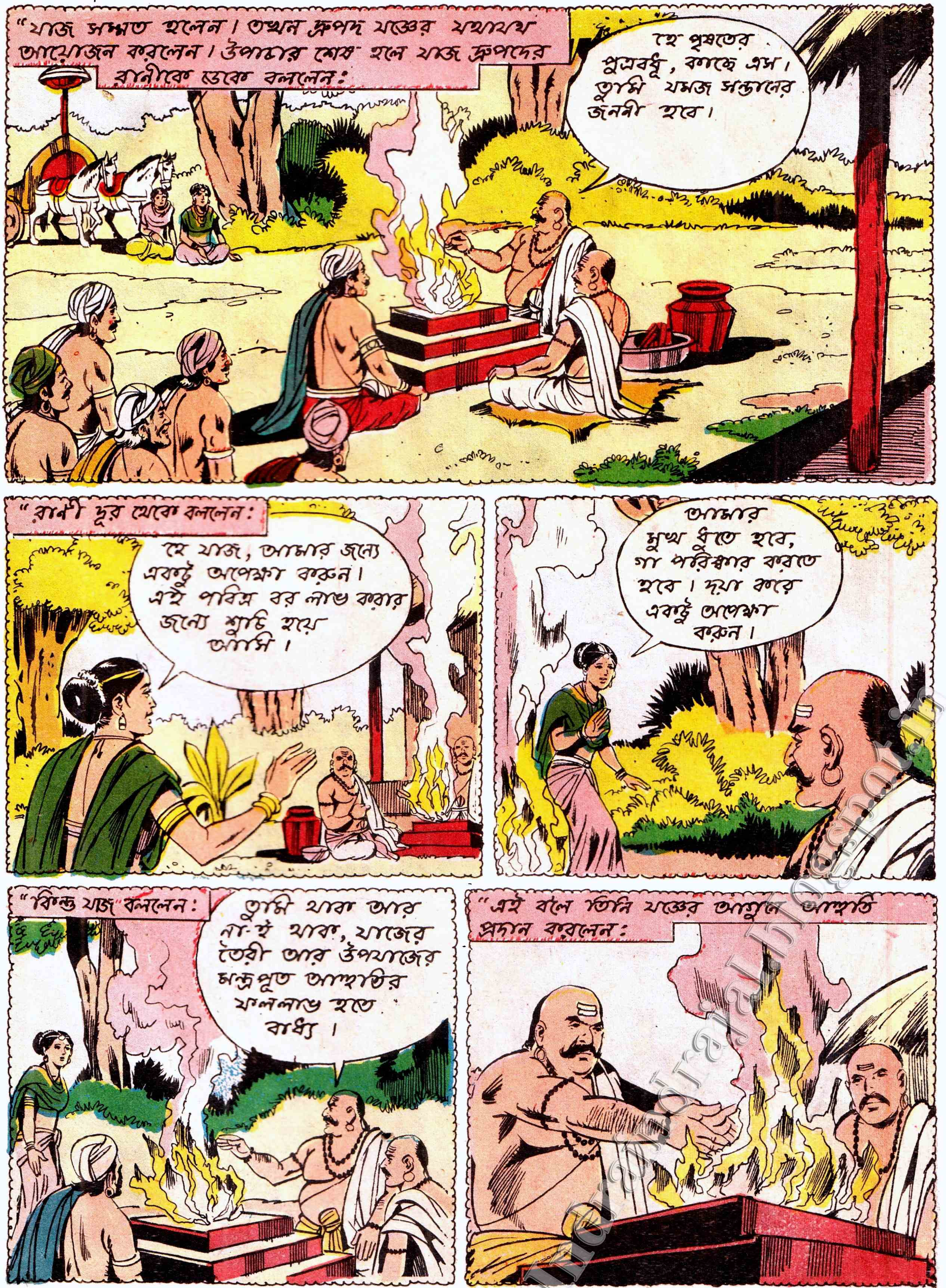
"যাজ সম্মত হলেন। তখন দ্রুপদ যজ্ঞের যথাযথ আয়োজন করলেন। উপাচার শেষ হলে যাজ দ্রুপদের রানীকে ডেকে বললেন:
হে পৃষতের পুত্রবধূ, কাছে এস। তুমি যমজ সন্তানের জননী হবে।
"রানী দূর থেকে বললেন:
হে যাজ, আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করুন। এই পবিত্র বর লাভ করার জন্যে শুচি হয়ে আসি।
আমার মুখ ধুতে হবে, গা পরিষ্কার করতে হবে। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।
"কিন্তু যাজ বললেন:
তুমি থাক আর না-ই থাক, যাজের তৈরী আর উপযাজের মন্ত্রপূত আহুতির ফললাভ হতে বাধ্য।
"এই বলে তিনি যজ্ঞের আগুনে আহুতি প্রদান করলেন:

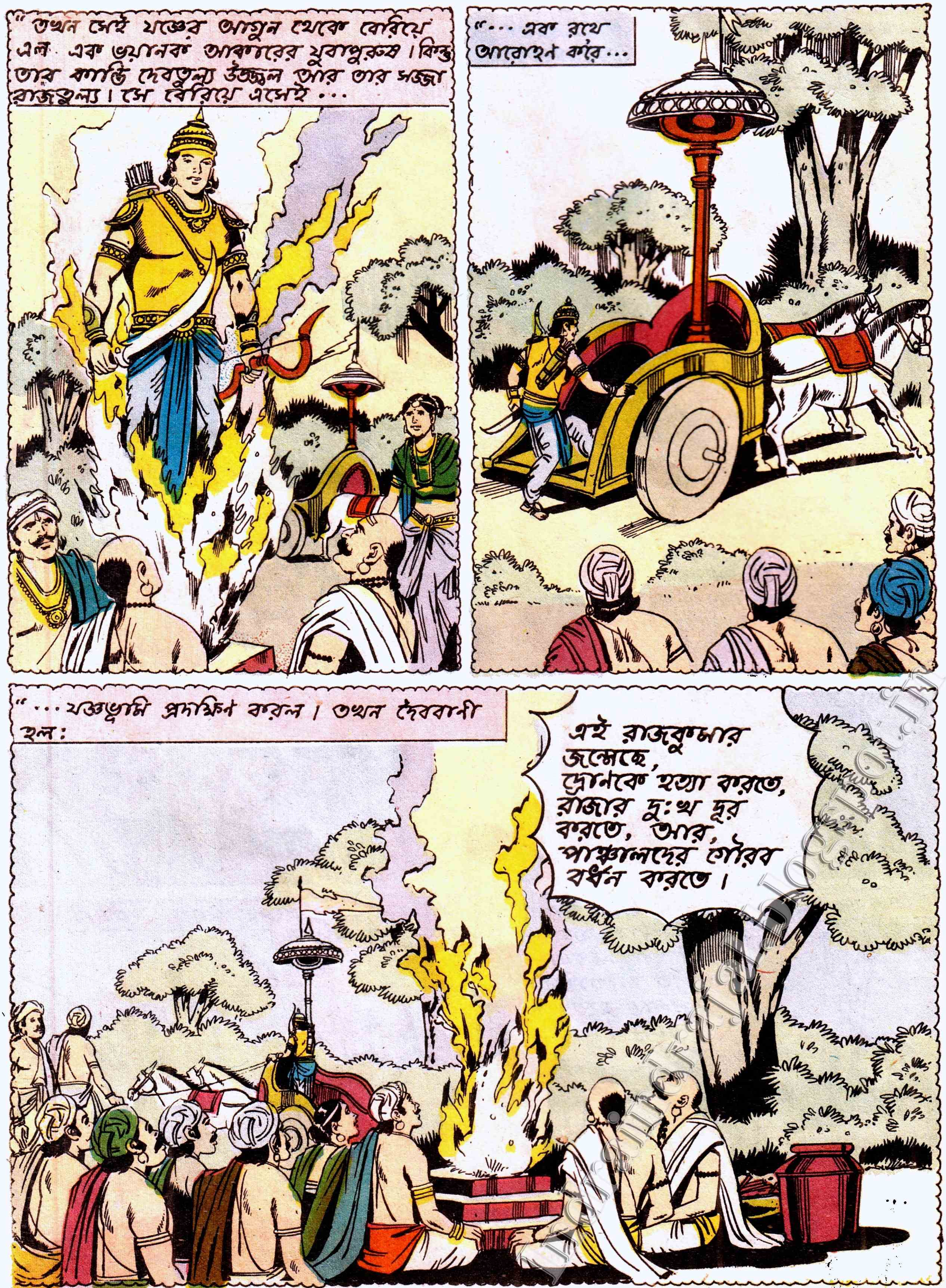
"তখন সেই যজ্ঞের আগুন থেকে বেরিয়ে এল এক ভয়ানক আকারের যুবাপুরুষ। কিন্তু তার কান্তি দেবতুল্য উজ্জ্বল আর তার সজ্জা রাজতুল্য। সে বেরিয়ে এসেই ...
"... এক রথে আরোহন করে...
"... যজ্ঞভূমি প্রদক্ষিন করল। তখন দৈববাণী হল:
এই রাজকুমার জন্মেছে, দ্রোণকে হত্যা করতে, রাজার দুঃখ দূর করতে, আর, পাঞ্চালদের গৌরব বর্ধন করতে।

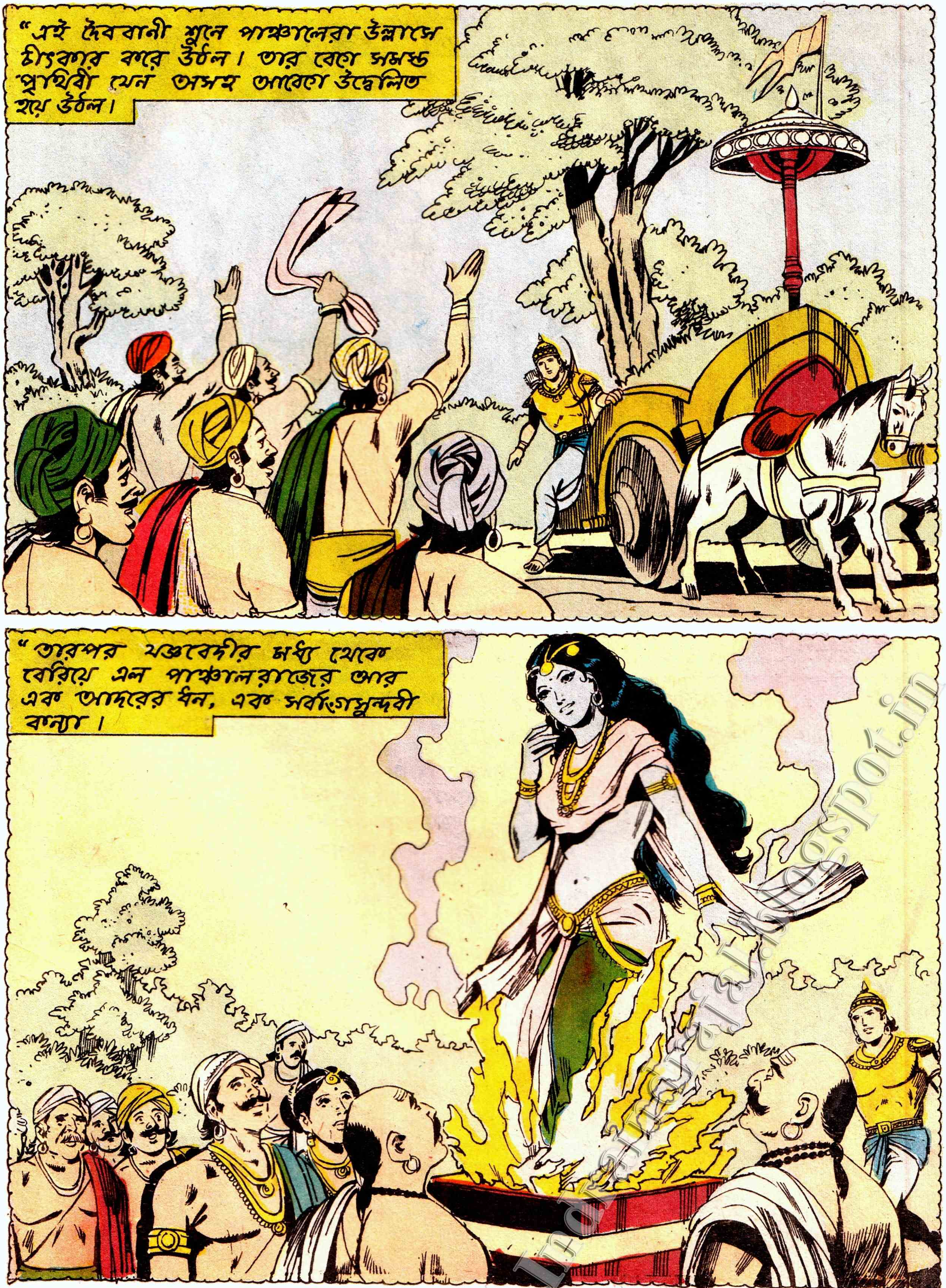
"এই দৈববানী শুনে পাঞ্চালেরা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। তার বেগে সমস্ত পৃথিবী যেন অসহ আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল।
"তারপর যজ্ঞবেদীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল পাঞ্চালরাজের আর এক আদরের ধন, এক সর্বাংগসুন্দরী কন্যা।

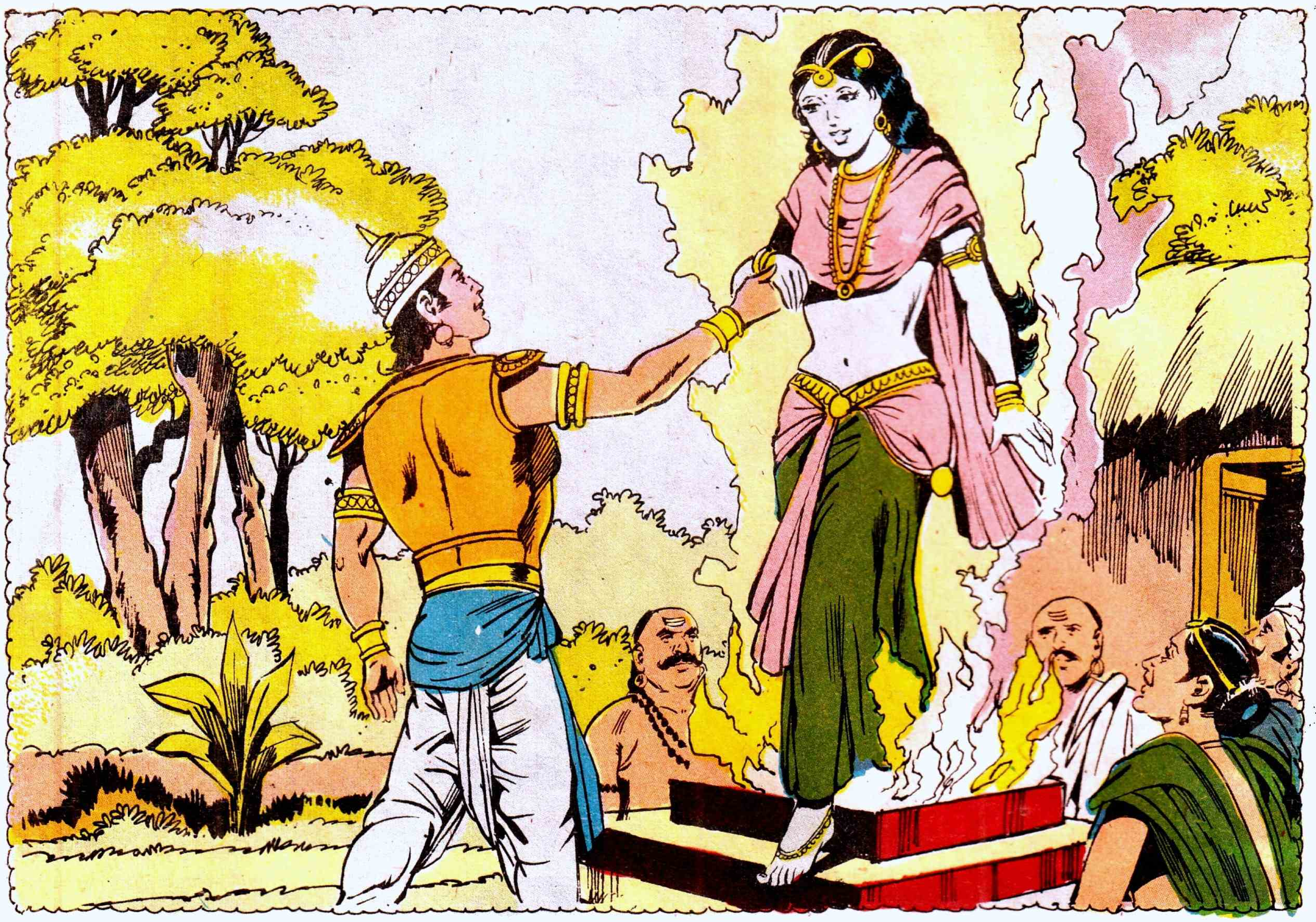

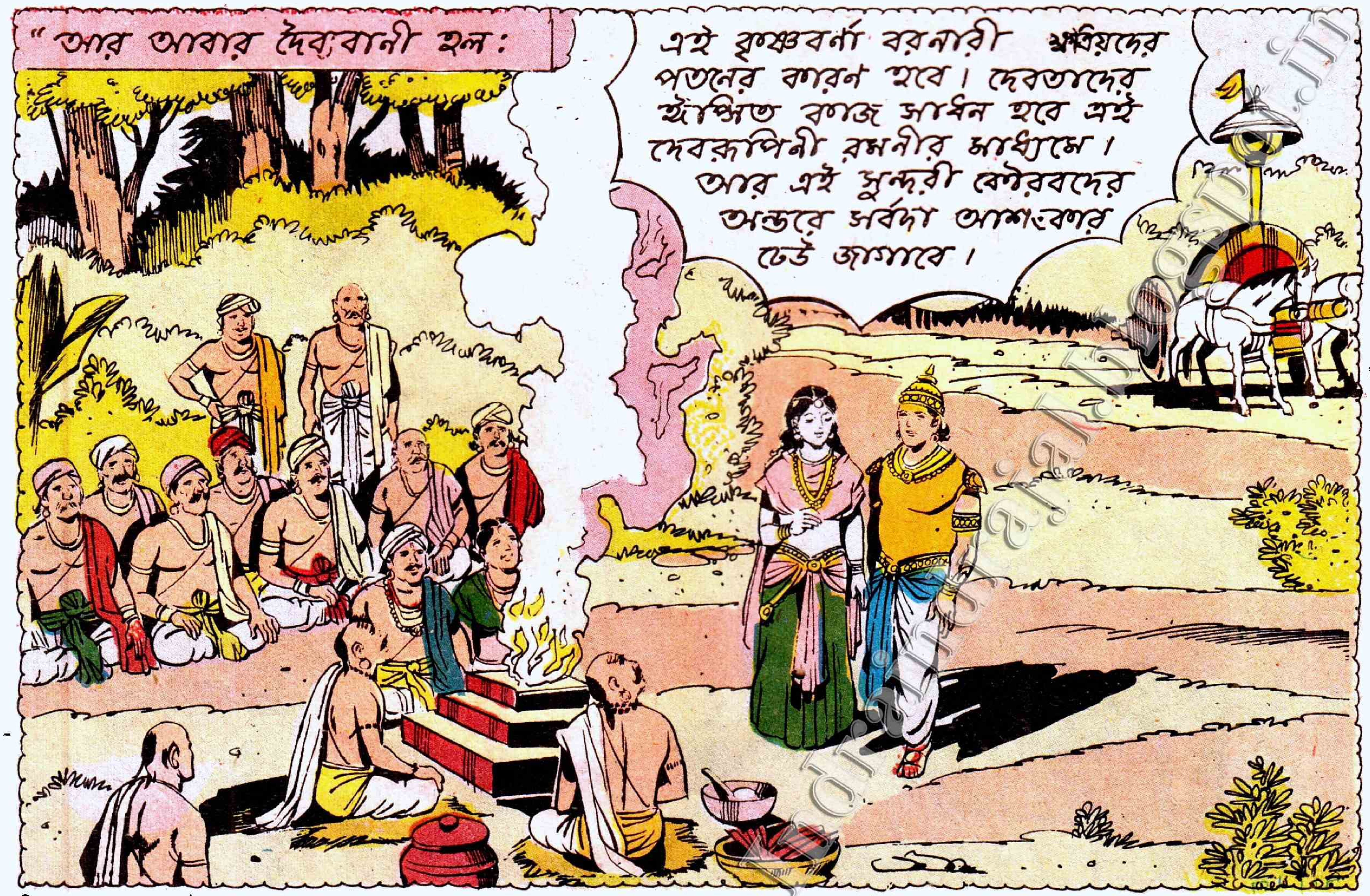
"আর আবার দৈববাণী হল:
এই কৃষ্ণবর্ণা বরনারী ক্ষত্রিয়দের পতনের কারন হবে। দেবতাদের ঈপ্সিত কাজ সাধন হবে এই দেবরূপিনী রমনীর মাধ্যমে। আর এই সুন্দরী কৌরবদের অন্তরে সর্বদা আশংকার ঢেউ জাগাবে।

অপরূপ রূপলাবণ্যে ভরা এই কন্যা। চোখ তার আয়ত আর কৃষ্ণবর্ন, চুল তার আকুঞ্চিত আর মসীবর্ন। আর কন্যার গায়ের সুবাস নীলোৎপলের মতো আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তুলছে।
"সেই কন্যা এগিয়ে আসতে রানী যাজকে বললেন:
মুনিবর, এরা দুজনে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেই যেন মা বলে না জানে।
"যাজ রানীর এ প্রার্থনা অনুমোদন ক'রে ছেলে-মেয়ের নাম দিতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি বললেন:
দ্রুপদের এই ছেলে ধৃষ্ট অর্থাৎ সাহসী আর এ দ্যুম্নজাত অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জন্মেছে। তাই এর নাম হোক ধৃষ্টদ্যুম্ন।
আর কৃষ্ণাংগী বা শ্যামবর্না এই কন্যার নাম হোক কৃষ্ণা।
এই হ'ল দ্রুপদের যজ্ঞে যমজসন্তান লাভের কাহিনী।

BENG.

এরপর একদিন দ্রোণ নিজে এসে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগলেন। ভাগ্যলিপির খণ্ডন যখন নেই-ই, তখন এতেই তাঁর মহত্ত্বর প্রকাশ, দ্রোণ ভাবলেন।
"এইসব বৃত্তান্ত শুনে পাণ্ডবেরা অধীর হয়ে উঠল, যেন তাদের বুকে কাঁটা বিঁধেছে।
"ছেলেদের এই দুরবস্থা দেখে ...
"... কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বললেন:
আমরা এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তো অনেক দিন থাকলুম। এক জায়গায় বেশী দিন থাকা উচিতও নয়। তোমার মত হলে, আমরা পাঞ্চালে চলে যাই।
"যুধিষ্ঠির উত্তর দিল:
তুমি যা বল, আমাদের ভালর জন্যেই বল। তবে...

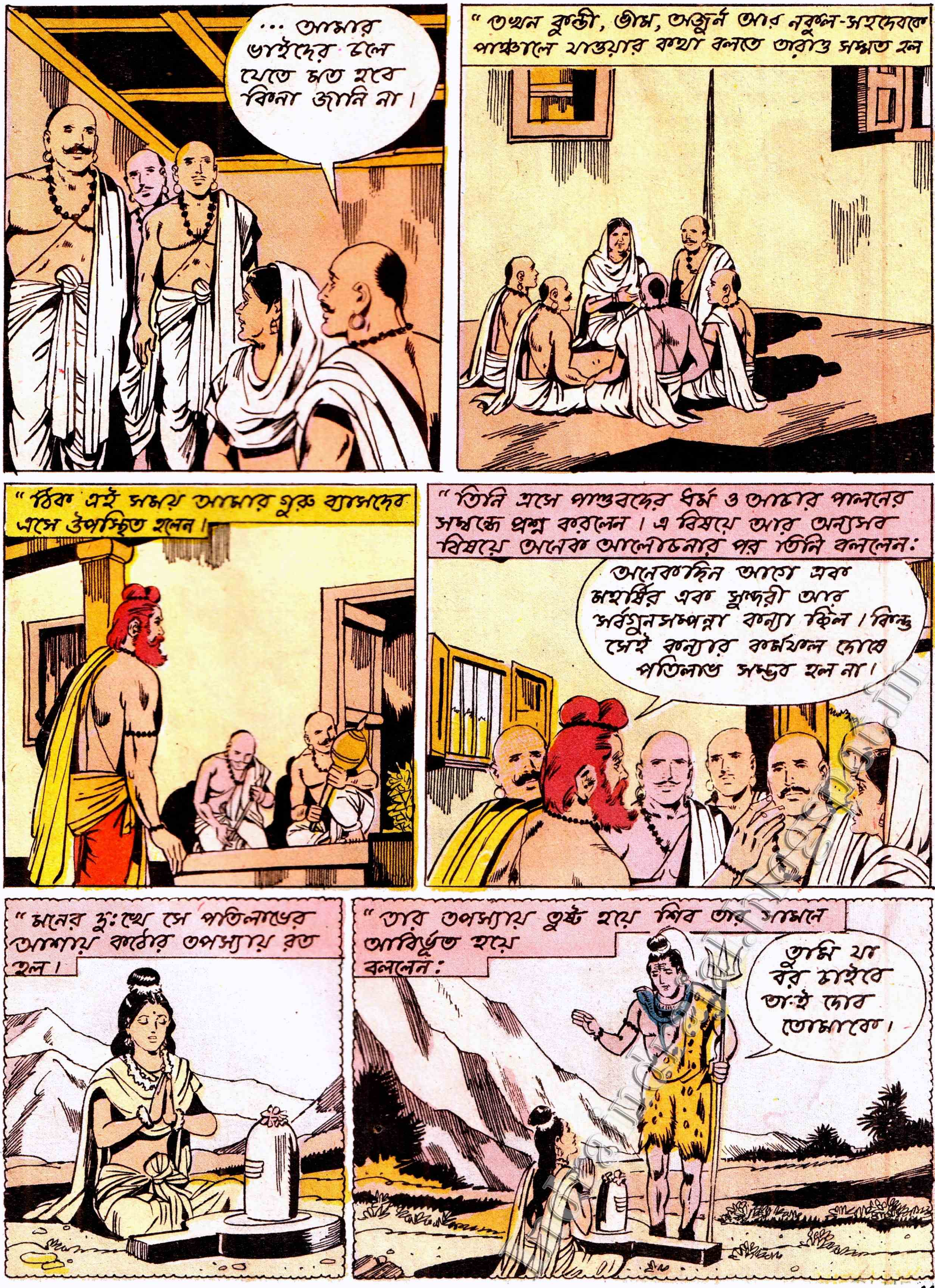
... আমার ভাইদের চলে যেতে মত হবে কিনা জানি না।
" তখন কুন্তী, ভীম, অর্জুন আর নকুল-সহদেবকে পাঞ্চালে যাওয়ার কথা বলতে তারাও সম্মত হল
" ঠিক এই সময় আমার গুরু ব্যাসদেব এসে উপস্থিত হলেন।
" তিনি এসে পাণ্ডবদের ধর্ম ও আচার পালনের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। এ বিষয়ে আর অন্যসব বিষয়ে অনেক আলোচনার পর তিনি বললেন:
অনেকদিন আগে এক মহর্ষির এক সুন্দরী আর সর্বগুনসম্পন্না কন্যা ছিল। কিন্তু সেই কন্যার কর্মফল দোষে পতিলাভ সম্ভব হল না।
" মনের দুঃখে সে পতিলাভের আশায় কঠোর তপস্যায় রত হল।
" তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন:
তুমি যা বর চাইবে তাই দেব তোমাকে।

কন্যা বর চাইল, তার যেন পরম ধার্মিক পতি লাভ হয়। সে বার বার কেবল এই বরই চাইতে লাগল।
"তখন শিব বললেন:
তুমি পাঁচ-জন পতি পাবে।
"তা শুনে কন্যা বললে:
প্রভু, আমি তো একজন পতিই চেয়েছি।
"শিব উত্তর দিলেন:
তুমি পাঁচবার তোমার পতিলাভের অনুরোধ করেছ। তাই তোমার পরজন্মে তুমি পাঁচজন পতি পাবে।
সেই দেবীপ্রতিমা কন্যা এখন দ্রুপদের ঘরে জন্ম নিয়েছে। তোমাদের পত্নী হওয়াই তার ভাগ্যের লিখন। তাই, তোমরা এখন পাঞ্চালে গিয়ে বাস কর।

তোমরা অবশ্যই তাকে পাবে, আর পাবে অনেক সুখসৌভাগ্য।
পাণ্ডবদের এইরকম উপদেশ দিয়ে আমার গুরু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের গন্তব্যস্থলে চলে গেলেন।
" তারপর পাণ্ডবেরা গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় নিয়ে, নমস্কারান্তে...
...যাত্রা আরম্ভ করল।
" তারা চলল উত্তরাভিমুখে, মশাল হাতে অর্জুন চলল আগে আগে। সারা দিন সারা রাত হাঁটার পর তারা এসে পড়ল...

"...গংগার তীরে। সেখানে, লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন এক জায়গায়, গন্ধর্বদের রাজা তাঁর রানীদের সংগে নদীতে নেমে জলকেলি করছিলেন।
"পাণ্ডবেরা কাছাকাছি এসে পড়াতে, তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন তিনি।
"তারপর যখন তিনি পাণ্ডব আর তাদের মাকে দেখতে পেলেন, তিনি...
"...চেঁচিয়ে উঠলেন:
আর একবার চেঁচা কোর না তোমরা। জান না, রাত্রি ও দিবার সন্ধিক্ষণ শুধুমাত্র যক্ষ, গন্ধর্ব আর রাক্ষসদের বিচরনের কাল?

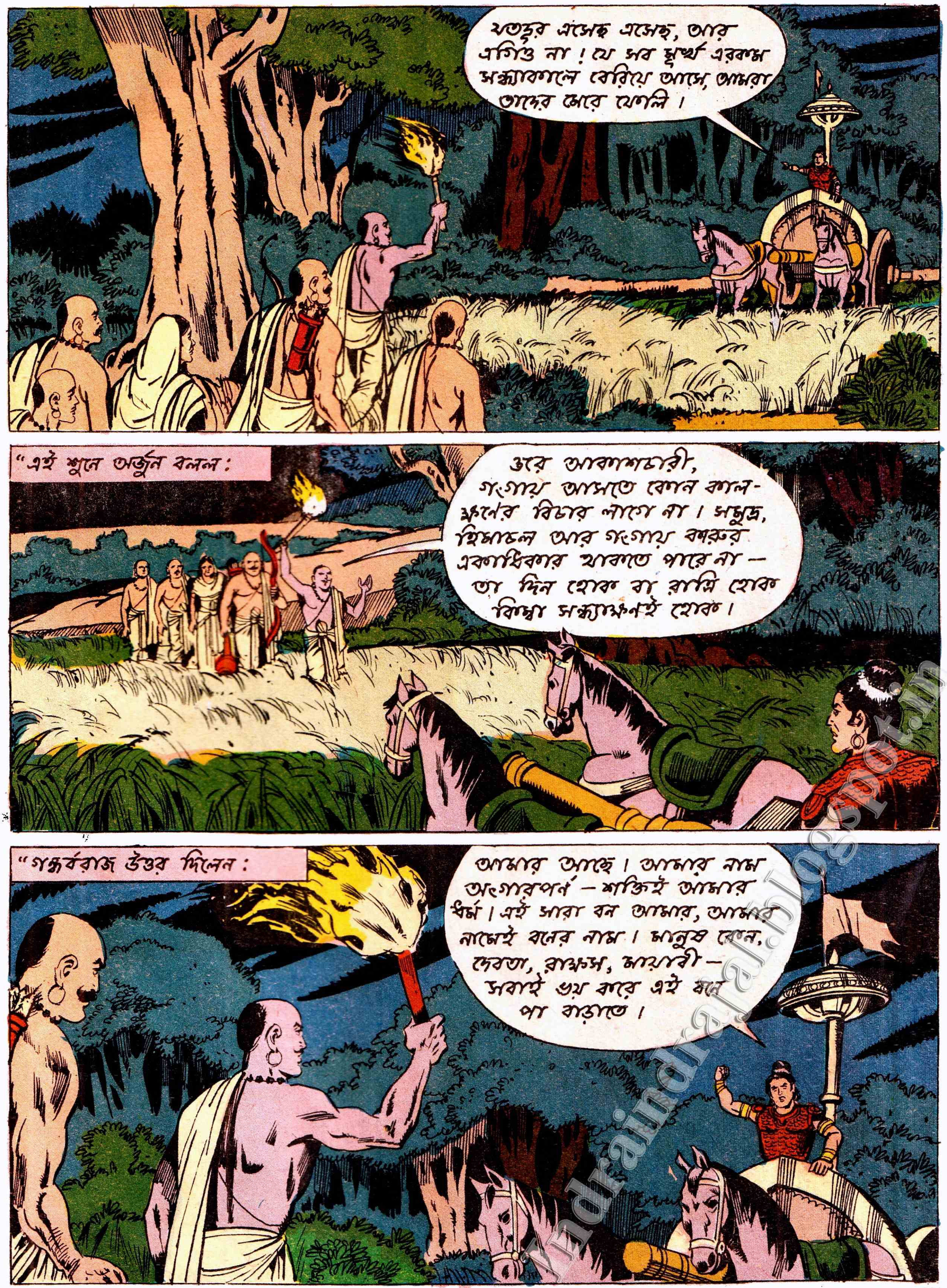

Indraindrajal.blogspot.in

"অর্জুন উত্তর দিল :
দুর্বলেরা তোমার আদেশ মেনে চলতে পারে। আমরা বলবান, এমন কি সাক্ষিগনেও এখানে আসার সাহস রাখি।
"অর্জুনের কথায় রেগে গিয়ে...
"অঙ্গারপর্ণ তীরধনুক টেনে নিল...
"...আর তার সব তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বান ছুঁড়ে মারতে লাগল।
"কিন্তু অর্জুন শুধু মশাল দিয়েই সব বান আটকাতে লাগল।

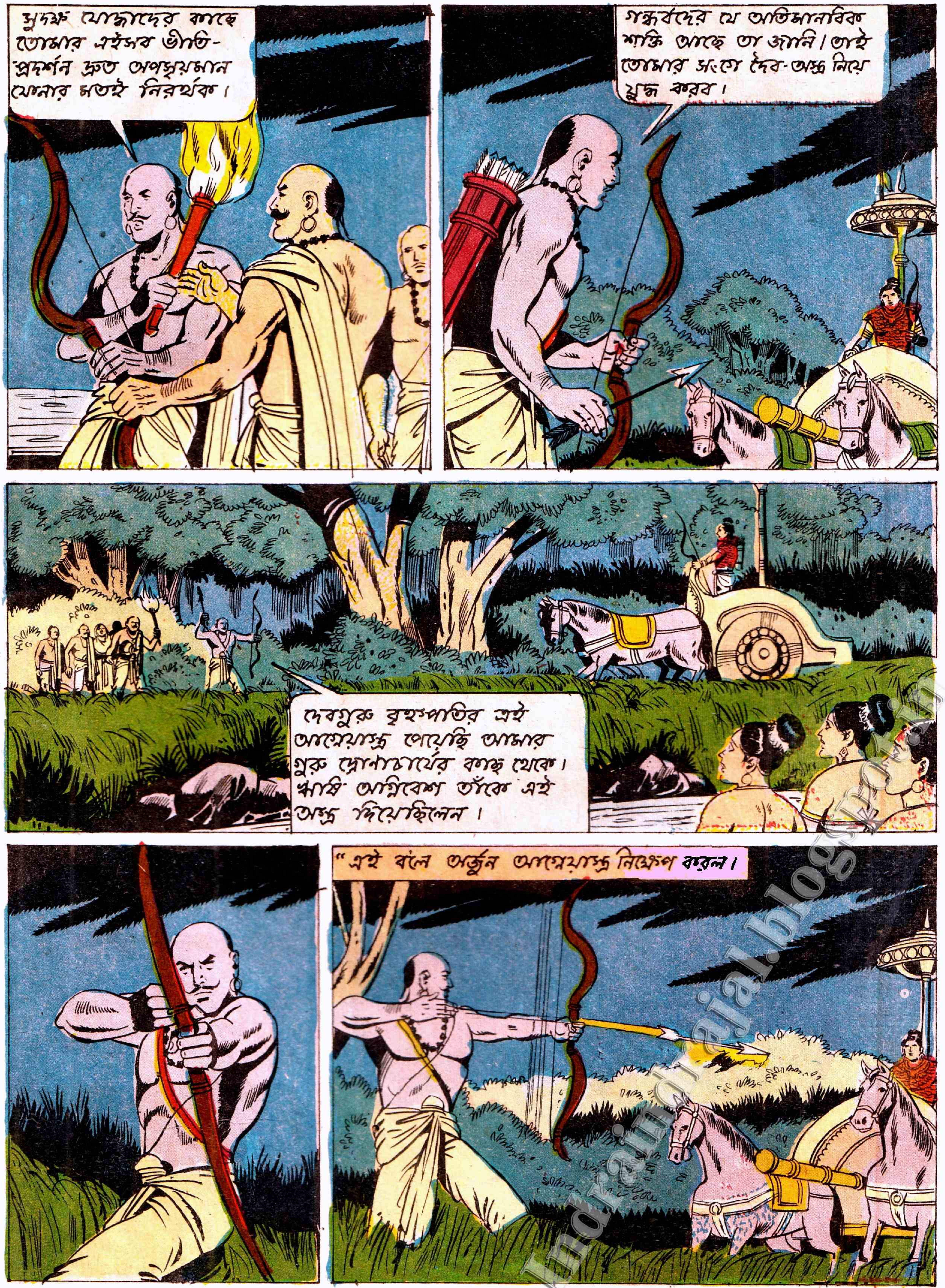

indrajal.blogspot.in

"অগ্নিময় সেই বানে গন্ধর্বের রথ পুড়ে গেল আর সেই বানের তেজে তিনি জ্ঞান হারিয়ে...
"... রথ থেকে উল্টে পড়লেন। কিন্তু পড়ার আগেই অর্জুন তাঁর চুল ধরে তুলে ধরে...
"... তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ভাইদের কাছে।
"স্বামীর জীবন বাঁচাতে তৎপর হয়ে, গন্ধর্বের স্ত্রী কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরের কাছে ছুটে এসে অনুরোধ করে বললেন:
মহাশয়, আমাকে বাঁচান। আমার স্বামী আর আমাকে বাঁচান। আমার নাম কুম্ভীনসী।

"যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনকে বলল:
লক্ষ্মী ভাই, এঁকে ছেড়ে দাও। যে শত্রু পরাজিত তার লাঞ্ছিত হয়েছে তার যার রক্ষার জন্য স্ত্রীলোকের সাহায্যের দরকার তাকে মেরে লাভ কি?
"তখন অর্জুন গন্ধর্বকে বলল:
কুরুবংশের রাজা যুধিষ্ঠির আজ তোমার প্রান রক্ষা করলেন। এখন প্রান নিয়ে পালাও, অংগারপর্ন।
"অর্জুনের এই ব্যংগোক্তি শুনে গন্ধর্ব বললেন:
আমার এই পরাজয়ের পর আর অংগারপর্ন নাম রাখতে চাইনা। এই গৌরব-ময় নামে আমার অধি-কার নেই।
হে দৈবাস্ত্রধারী অর্জুন, আমার ভাগ্য ভাল যে আপনার সংগে যুদ্ধে বেঁচে গেছি।

* জ্বলন্ত-রথচারী

আমি এখন আপনাকে গন্ধর্বদের গোপন মায়াবিদ্যা শেখাব। এই গোপন বিদ্যার নাম চাক্ষুষী। এই বিদ্যার বলে লোকে ত্রিভুবনের যা কিছু দেখতে ইচ্ছে করে তা-ই দেখতে পায়।
এই বিশেষ অনুভূতি-শক্তি আছে বলেই আমাদের মান স্বর্গবাসীদের সম্মান, নশ্বর লোকেদের চেয়ে অনেক ঊর্ধে।
যে বিজেতা দয়া করে পরাজিতে শত্রুর প্রাণহানি করে না, সে সবরকম সৌভাগ্য-লাভের যোগ্য।

আমার আর এক ইচ্ছে, আপনাদের পাঁচ ভাইয়ের প্রত্যেককে গন্ধর্ব দেশের অসাধারন অশ্ব দোব, এক শত করে। তারা অধিকারীর ইচ্ছামতো এসে উপস্থিত হয়। আবার সেইমতো রং বদল বা গতিবেগ কমবেশী করতে পারে।

আমার এই ঘোড়াগুলি সব ইচ্ছেই পূর্ণ করে। দেখতে কৃশ বটে, কিন্তু এরা কখনও পরিশ্রান্ত হয় না, কখনও হীনবেগ হয় না।
এদের গতি-বেগ মনোগতির চেয়েও খরতর।
"কিন্তু অর্জুন বলল:
হে গন্ধর্বরাজ, আপনার এই বিদ্যাদান বা সম্পত্তিদানের প্রস্তাবনা, স্নেহ বা কৃতজ্ঞতার বশে হতে পারে, কিন্তু ...
... তা আমি গ্রহন করতে অসমর্থ।

"গন্ধর্ব উত্তর দিলেন:
মহান ব্যক্তির সংগে দেখা হওয়া সবসময় বিপুল আনন্দের কারন হয়। আপানি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে বিমুগ্ধ হয়ে, আপনাকে আমার বিদ্যা দান করতে ইচ্ছে করি।
দিতে যে আমি সত্যিই ব্যগ্র তা সু-নিশ্চিত করতে আপনার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নোব।
" তখন অর্জুন বলল:
আপনাকে আগ্নে-য়াস্ত্র দোব আর আপনার অশ্বগুলি গ্রহন করব।
আর আমরা চিরসখা হয়ে থাকব।
কিন্তু, আমার ধর্মজ্ঞানী বন্ধু, আমরা শিক্ষাবিদ, আমরা যোদ্ধা। আমাদের আক্রমন করলে কেন?

"গন্ধর্ব উত্তর দিলেন :
বলশালী বলে খ্যাত কেউই স্ত্রীলোকের সামনে অপমানিত হতে চায় না। আর…
… তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছ অনুষ্ঠানহীন ভাবে, উপাচারহীন ভাবে। কোন পুরোহিতও নেই তোমাদের পুরোভাগে।
যে কোন রাজার প্রয়োজন এক মন্ত্রদাতা পুরোহিতের, যে, রাজার যা প্রাপ্য, তা পাইয়ে দেবে আর প্রাপ্ত সবকিছুর প্রতিরক্ষণ করবে।
হে তাপত্য, বেদজ্ঞানী, নিষ্কলংক, সত্যধর্মী, কর্তব্যপরায়ণ আর ধার্মিক কোন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত-পদে নিযুক্ত করা উচিত।

হে তাপত্য, পুরোহিতের হিতকারিনী বুদ্ধির নির্দেশ ছাড়া কোনও রাজা বিশ্বজয়ী হবার অভিলাষ রাখতে পারে না।— সে রাজায় যতই পরাক্রম আর বংশমর্যাদা থাকুক না কেন।
"এবার অর্জুন বলল:
হে গন্ধর্বরাজ, তুমি আমাকে তাপত্য বলে ডাকছ কেন? কুন্তীর ছেলে, তাই আমরা কৌন্তেয়। কিন্তু তপতী বলে আমাদের কেউ আছে নাকি?
মহারাজ, অর্জুনের এই কথা শুনে গন্ধর্ব তাকে ঋষি বশিষ্ঠের কাহিনী বললেন। আর বললেন, কি করে এই ঋষির সাহায্যে রাজা সম্বরন তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন আর সূর্যকন্যা তপতীকে পেয়েছিলেন পত্নীরূপে।
"তিনি এও বললেন:
রাজা সম্বরন আর তপতীর যে পুত্র হয়েছিল সেই তোমার পূর্বপুরুষ কুরু। তাই তুমি হলে একজন তাপত্য।

"তখন অর্জুন বলল:
গন্ধর্বরাজ, অপারন্ত তোমার জ্ঞান। তুমিই বলে দাও, কোন ব্রাহ্মণকে আমাদের পুরোহিত নিয়োগ করব।
"গন্ধর্ব উত্তর দিলেন:
এই বনে তপস্যা করেন ঋষি ধৌম্য। তিনিই তোমাদের পুরোহিত হবেন।
তারপর সমস্ত ঘটনার আবর্তনে প্রীত হয়ে অর্জুন গন্ধর্বকে আগ্নেয়াস্ত্রের গোপন বিদ্যা সর্বোতভাবে দান করল...
"...আর বলল:
হে গন্ধর্বোত্তম, ঘোড়াগুলি আপাতত: তোমার কাছেই থাকুক। পরে প্রয়োজন হলে চাইব।

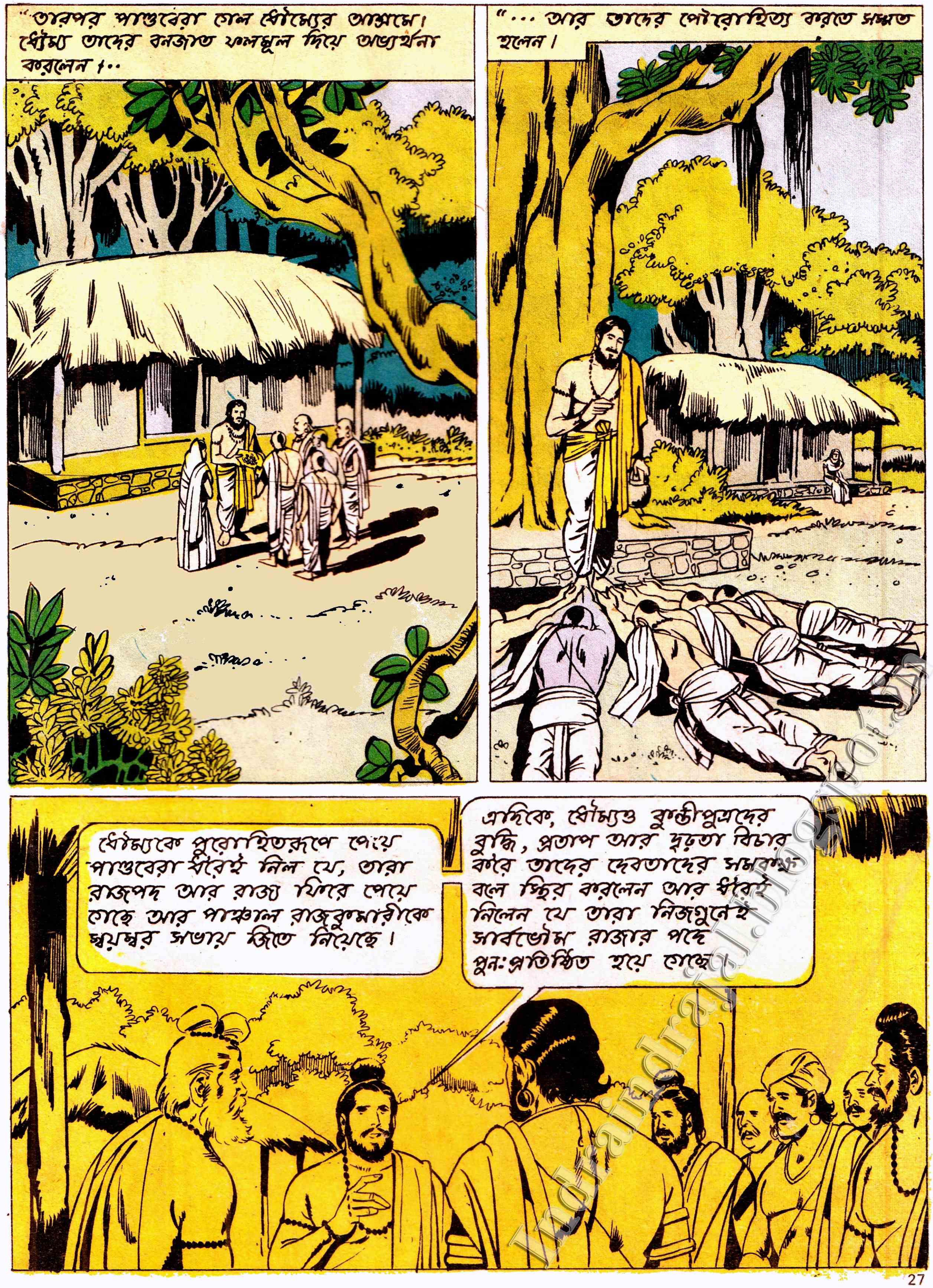
"তারপর পাণ্ডবেরা গেল ধৌম্যের আশ্রমে। ধৌম্য তাদের বনজাত ফলমূল দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।...
"... আর তাদের পৌরোহিত্য করতে সম্মত হলেন।
ধৌম্যকে পুরোহিতরূপে পেয়ে পাণ্ডবেরা ধরেই নিল যে, তারা রাজপদ আর রাজ্য ফিরে পেয়ে গেছে আর পাঞ্চাল রাজকুমারীকে স্বয়ম্বর সভায় জিতে নিয়েছে।
এদিকে, ধৌম্যও কুন্তীপুত্রদের বুদ্ধি, প্রতাপ আর দৃঢ়তা বিচার করে তাদের দেবতাদের সমকক্ষ বলে স্থির করলেন আর ধরেই নিলেন যে তারা নিজগুণেই সার্বভৌম রাজার পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

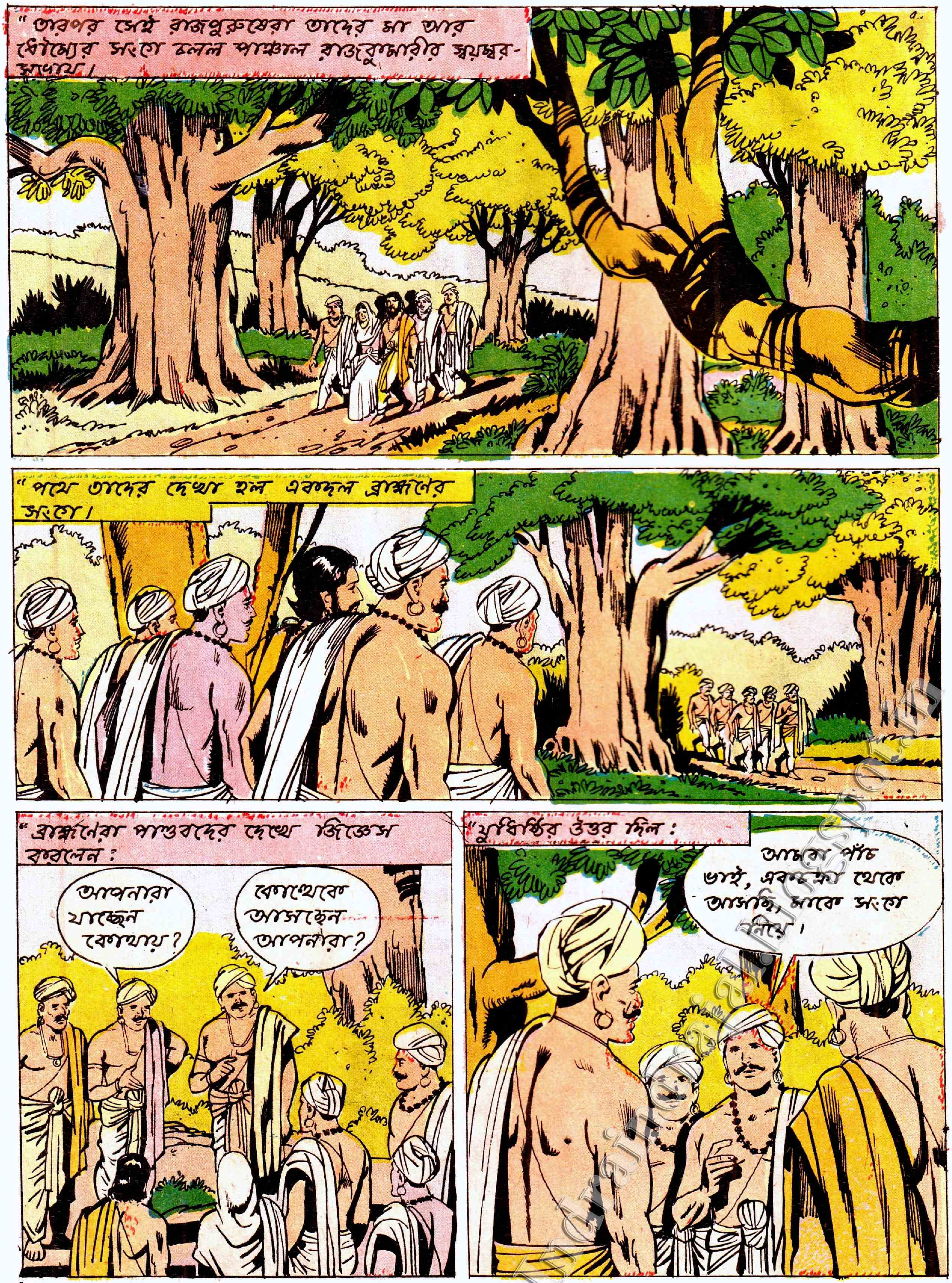
"তারপর সেই রাজপুরুষেরা তাদের মা আর ধৌম্যের সংগে চলল পাঞ্চাল রাজকুমারীর স্বয়ম্বর-সভায়।
"পথে তাদের দেখা হল একদল ব্রাহ্মণের সংগে।
"ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন :
আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?
কোথেকে আসছেন আপনারা?
"যুধিষ্ঠির উত্তর দিল :
আমরা পাঁচ ভাই, একচক্রা থেকে আসছি, মাকে সংগে নিয়ে।

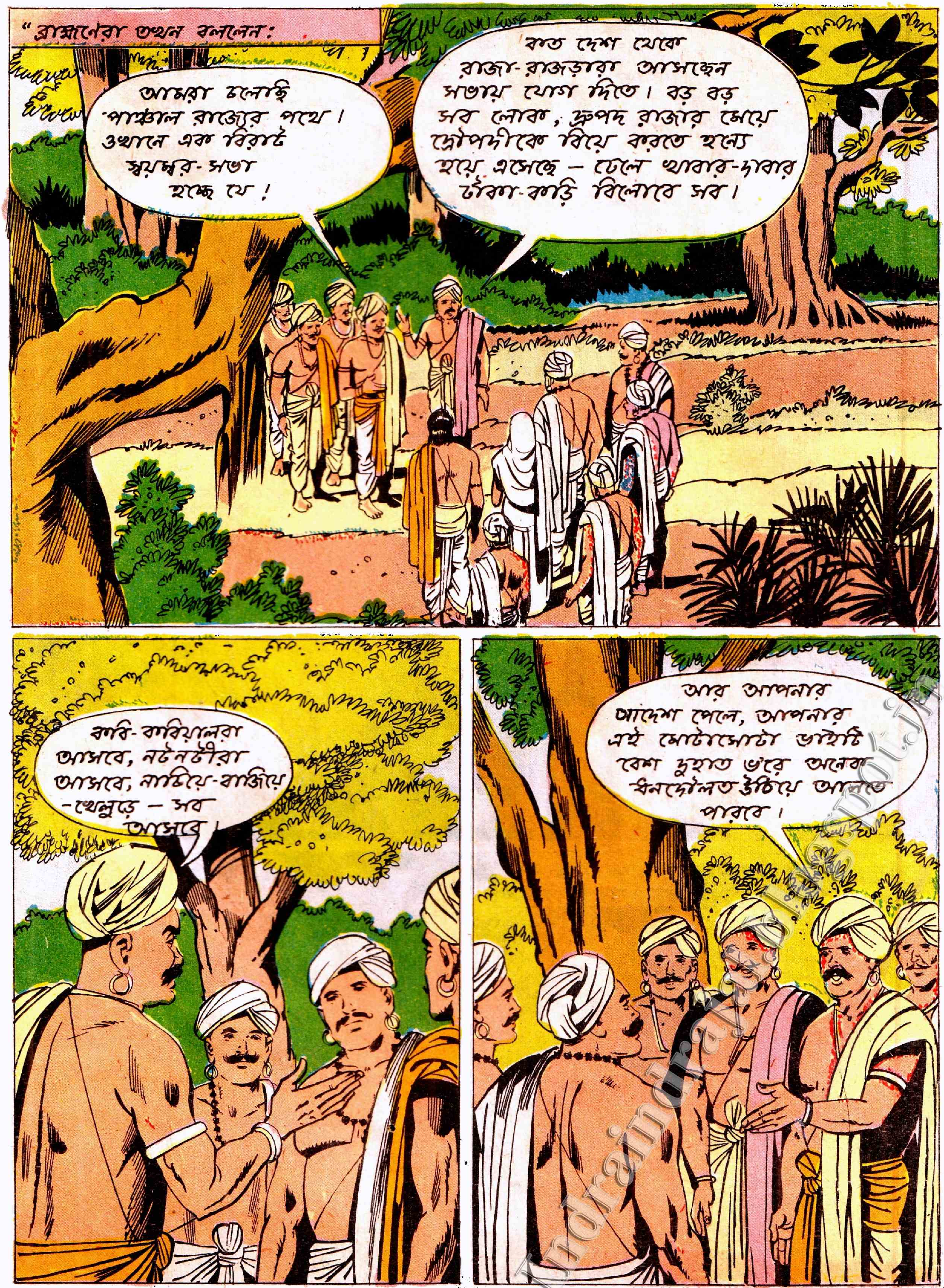
"ব্রাহ্মণেরা তখন বললেন:
আমরা চলেছি পাঞ্চাল রাজ্যের পথে। ওখানে এক বিরাট স্বয়ম্বর-সভা হচ্ছে যে!
কত দেশ থেকে রাজা-রাজড়ারা আসছেন সভায় যোগ দিতে। বড় বড় সব লোক, দ্রুপদ রাজার মেয়ে দ্রৌপদীকে বিয়ে করতে হন্যে হয়ে এসেছে — ঢেলে খাবার-দাবার টাকা-কড়ি বিলোবে সব।
কবি-কবিয়ালরা আসবে, নটনটীরা আসবে, নাচিয়ে-বাজিয়ে -খেলুড়ে — সব আসবে।
আর আপনার আদেশ পেলে, আপনার এই মোটাসোটা ভাইটি বেশ দুহাত ভরে অনেক ধনদৌলত উঠিয়ে আনতে পারবে।

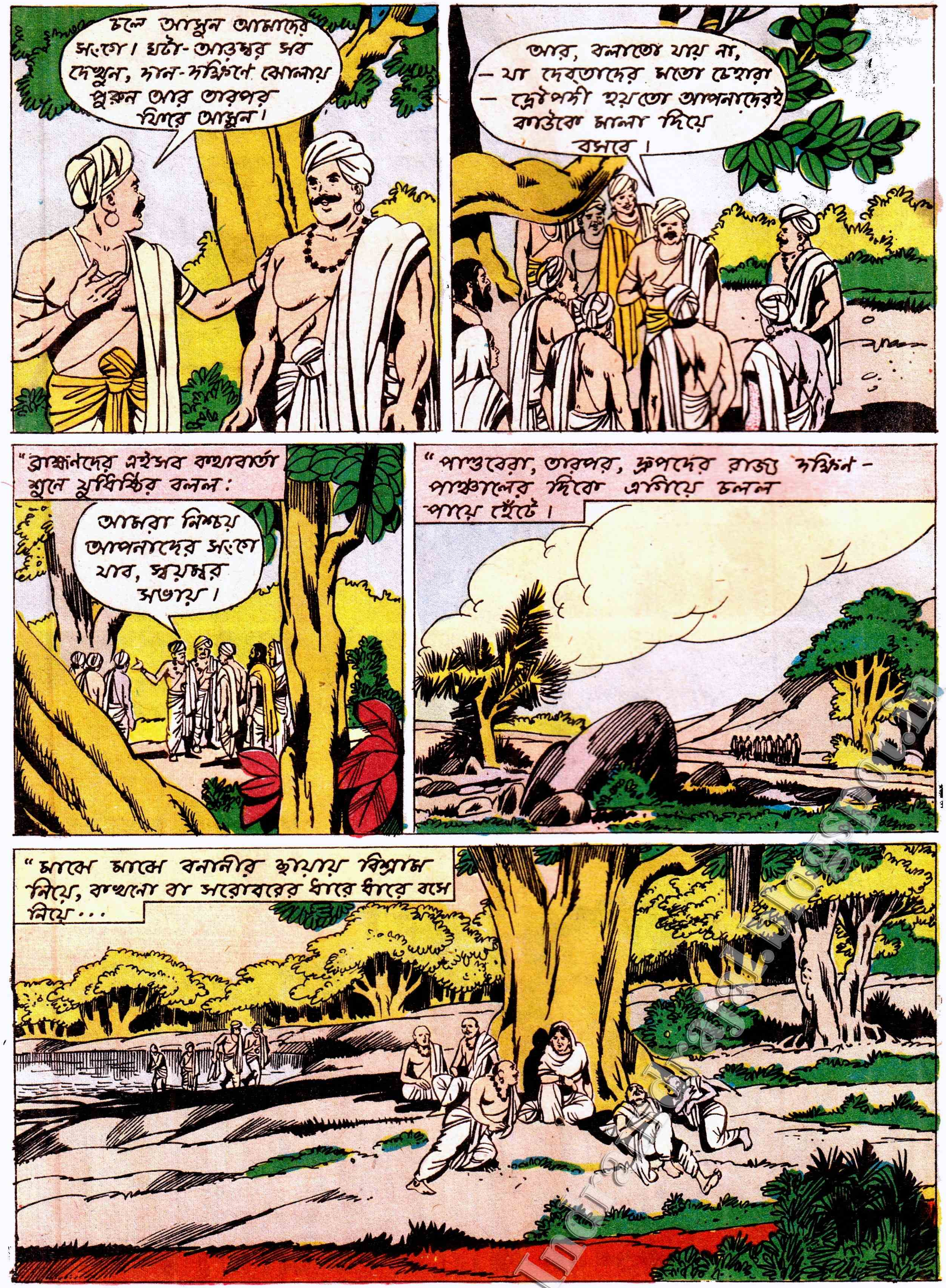
চলে আসুন আমাদের সংগে। ঘটা-আড়ম্বর সব দেখুন, দান-দক্ষিণে ঝোলায় পুরুন আর তারপর ফিরে আসুন।
আর, বলাতো যায় না, —যা দেবতাদের মতো চেহারা —দ্রৌপদী হয়তো আপনাদেরই কাউকে মালা দিয়ে বসবে।
"ব্রাহ্মণদের এইসব কথাবার্তা শুনে যুধিষ্ঠির বলল:
আমরা নিশ্চয় আপনাদের সংগে যাব, স্বয়ম্বর সভায়।
"পাণ্ডবেরা, তারপর, দ্রুপদের রাজ্য দক্ষিণ-পাঞ্চালের দিকে এগিয়ে চলল পায়ে হেঁটে।
"মাঝে মাঝে বনানীর ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে, কখনো বা সরোবরের ধারে ধারে বসে নিয়ে...

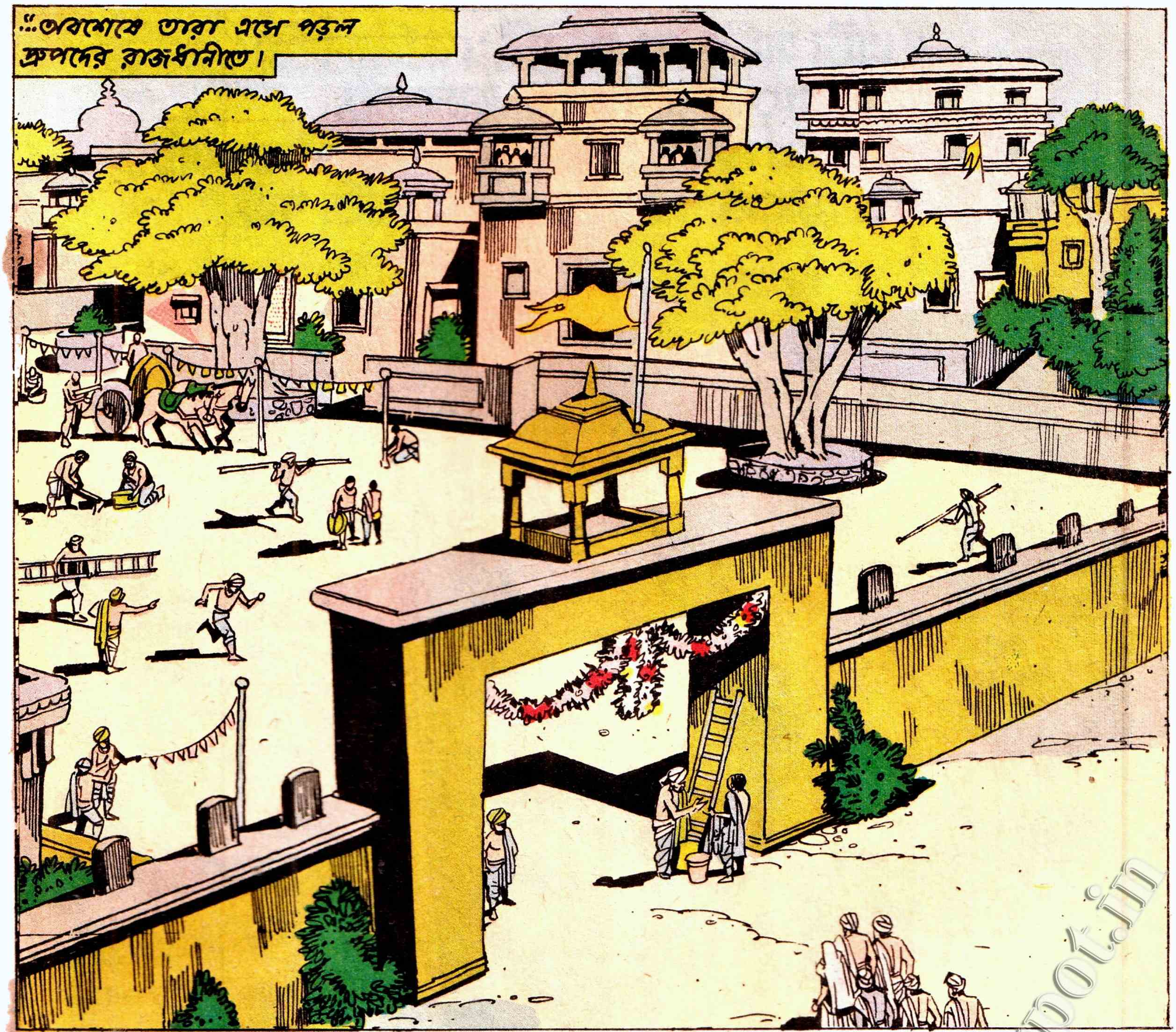
...অবশেষে তারা এসে পড়ল দ্রুপদের রাজধানীতে।

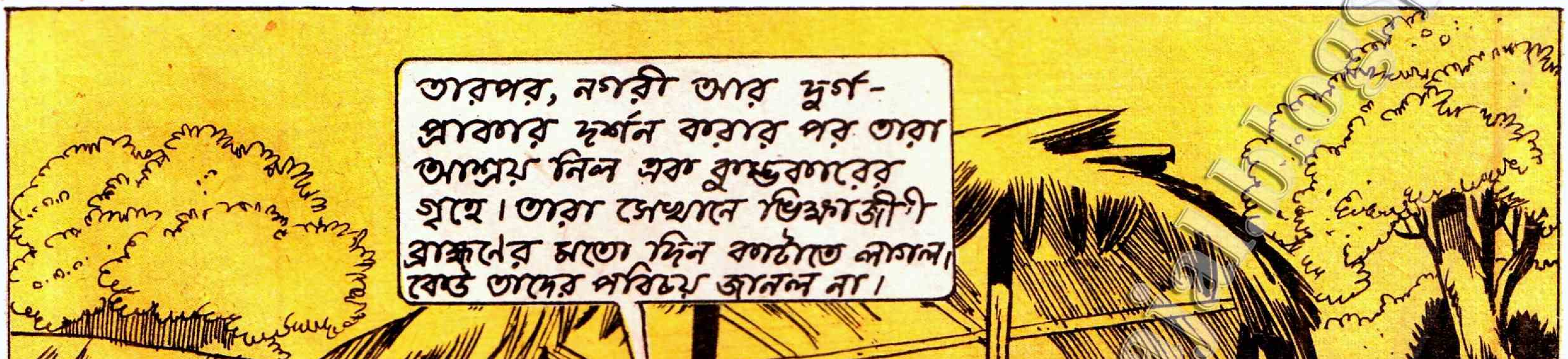
তারপর, নগরী আর দুর্গ-প্রাকার দর্শন করার পর তারা আশ্রয় নিল এক কুম্ভকারের গৃহে। তারা সেখানে ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের মতো দিন কাটাতে লাগল। কেউ তাদের পরিচয় জানল না।
ব্যাসদেবের অমর ইতিহাস মহাভারতের বৈশম্পায়নকৃত আবৃত্তির যে পরিবেশন আমরা করছি, তার একাদশ পর্যায় এইভাবে শেষ হল।

"এটা সত্যি যে প্রতিটি 'ডেলিভারির' আগে আমি শ্লোক আওরাই... এটাও সত্যি যে আমি রোজ দু'বার মলটোভা খাই... যাতে ছক্কার পর ছক্কা মারার শক্তি পাই"

বিখ্যাত মারকুটে ব্যাটসম্যান কে. শ্রীকান্তের শক্তির গোপন রহস্য।

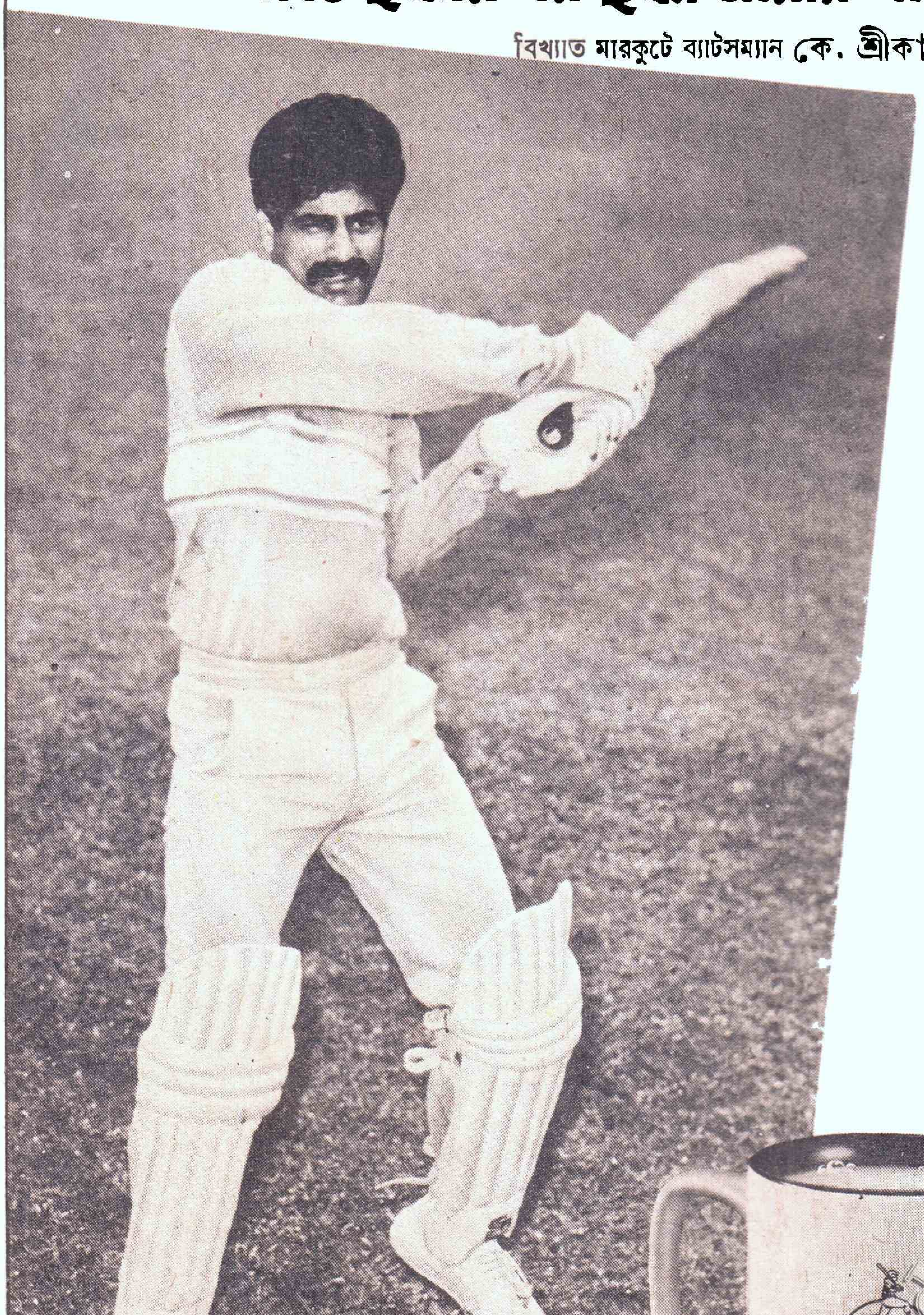

"আমার প্রতিদিন শুরু হয় এক কাপ গরম গরম সুস্বাদু মলটোভা দিয়ে। আমার মলটোভাই একমাত্র পানীয়—যাতে আছে ঘন মল্টের অশেষ গুণ, মালাইদার ঘন খাঁটি দুধ, সুস্বাদু কোকো আর চিনি। খেলার মাঠে অথবা অন্যত্র, স্বাস্থ্য শক্তি ও উদ্যম যোগাতে মলটোভা অনন্য। যদি চ্যাম্পিয়ান হতে চাও রোজ দু'বার মলটোভা খাও।"

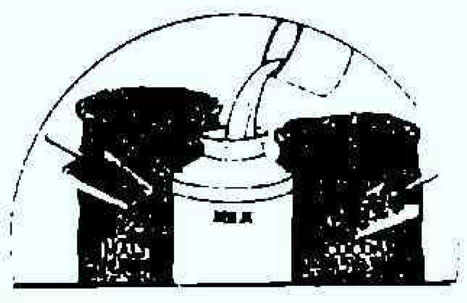

নতুন

মলটোভা®

স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্যমের মিলিত যোগে বিজয়ী সবার আগে!

FSA/JIL/85-BEN

Indrajal.blogspot.in

পার্লে-G

পার্লে গ্লুকো বিস্কুট-টির এখন আদরের নাম 'পার্লে-G'

কেন গালভরা 'পার্লে-G'?

যে বিস্কুট তুমি বা তোমরা এত ভালবাস, তার একটা ছোট্ট মিষ্টি-মধুর অথচ গালভরা নাম হওয়া উচিৎ নয় কি? তাই তো এর ভালবাসার নামকরণ হল— 'পার্লে-G'। তাছাড়া, 'জী' মানে তো আরো কত-কত গুণ।

যেমন :- '<u>জীবনময় গুণময়</u>'—খাঁটি দুধ, সরেস গম আর চিনির গুণে ভরপুর! '<u>জীবনীশক্তির গুণে ভরা</u>—এতে আছে গ্লুকোর অশেষ গুণ, যা প্রাণ-চাঞ্চল্য বাড়ায় দারুণ। '<u>জিভে জল আসা স্বাদের</u>'—তাই তো তোমার এত আদরের!

PARLE Gluco

ভারতের সেরা কাটাতির বিস্কুট।

প্রাণ-চাঞ্চল্য যোগানের গুণ, খেতেও দা-রু-ণ!

everest/85/PP/490/BN